শিক্ষকদের উৎসব ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ

এম এইচ রবিন
০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

প্রত্যাশা ছিল উৎসবের আগে সুখবর আসবে। শেষ পর্যন্ত তা আসেনি। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের উৎসব ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় হতাশা নেমে এসেছে শিক্ষকসমাজে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তে আগের মতোই মূল বেতনের ৫০ শতাংশ ভাতায় সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে তাদের। ফলে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা খাতের অগ্রাধিকার নিয়েও।

উৎসব ভাতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ভেস্তে যাওয়ায় বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও নীতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে আপাতত দাবি পূরণ না হলেও সংশ্লিষ্টদের আশা, ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি হলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আবার বিবেচনায় আসবে। জানা গেছে, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়নি অর্থ মন্ত্রণালয়। এর ফলে বিদ্যমান কাঠামোই বহাল থাকছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা গতকাল আমাদের সময়কে জানান, শনিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রস্তাবটি নাকচ করা হয়। বিষয়টি এরই মধ্যে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে অবহিত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ওই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এই মুহূর্তে উৎসব ভাতা বাড়ানোর সুযোগ নেই। তবে বিষয়টি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি, পরবর্তী সময়ে পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকতে পারে।

কেন নাকচ হলো প্রস্তাব : অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চাপ এবং সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন নীতির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ এড়াতে আপাতত নতুন কোনো আর্থিক সুবিধার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, সরকার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের নীতিতে রয়েছে। সেই আলোকে প্রস্তাবটির অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক কামাল হোসেন বলেন, ‘দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে এই ভাতাটা বাড়লে কিছুটা স্বস্তি মিলত। কিন্তু বারবার আশ্বাস দিয়েও বাস্তবায়ন না হওয়ায় আমরা হতাশ।’

একটি বেসরকারি কলেজের প্রভাষক শারমিন আক্তার বলেন, ‘সরকারি শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের বৈষম্য অনেক আগে থেকেই আছে। এই সিদ্ধান্ত সেই বৈষম্য আরও স্পষ্ট করল। উৎসবের সময়টাতে অন্তত কিছুটা বাড়তি সুবিধা আশা করেছিলাম।’

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, ‘শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভাতা বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোকে ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে দেখা উচিত। বর্তমান সিদ্ধান্তটি হয়তো আর্থিক বাস্তবতার কারণে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব নেতিবাচক হতে পারে। শিক্ষকরা যদি নিরুৎসাহিত হন, তার প্রভাব সরাসরি শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে।’

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘অর্থ মন্ত্রণালয় কেন প্রস্তাবটি অনুমোদন দেয়নি, সেটি তাদের বিষয়। আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আবারও বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।’

প্রস্তাবে কী ছিল : ৫ মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীর কাছে পাঠানো ডিও লেটারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, দেশে প্রায় ৬ লাখ ৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বর্তমানে এই সুবিধার আওতায় রয়েছেন। তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে এ ভাতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ২৮৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে বলেও জানানো হয়।

শিক্ষক উৎসব ভাতা